করার সুপারিশ করা হল। (৮) অনুন্নত সম্প্রদায়ের বালিকারাও যাতে শিক্ষা লাভের সুযোগ পায় সে জন্য অনুন্নত অঞ্চলেও কিছু কিছু বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার সুপারিশ করা হল।

লর্ড কার্জনের শিক্ষানীতি (১৮৯৯ - ১৯০৪ খৃঃ)
Lord Curzon - Educational Policy

লর্ড কার্জনের শিক্ষা সংস্কারের বিশ্লেষণ ও জাতীয় চেতনার উন্মেষে এই সংস্কারগুলির দায়িত্ব - লর্ড কার্জনের শিক্ষা সংস্কারের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি - ১৯০৪ সালের ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইনের বিশ্লেষণ মূলক আলোচনা, পরবর্তকালে ভারতবর্ষের শিক্ষার বিকাশের উপর এর প্রভাব - ভারতের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা সম্পর্কে লর্ড কার্জনের শিক্ষানীতির বিশ্লেষণ মূলক আলোচনা।

বিষয় সংকেত ঃ সিমলা শিক্ষা সম্মেলন (১৯০১ খৃঃ) - ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গঠন ও তার সুপারিশ (১৯০২ খৃঃ) - কার্জনের শিক্ষানীতি সংক্রান্ত (১৯০৪ খৃঃ) মাধ্যমিক শিক্ষানীতি - প্রাথমিক শিক্ষানীতি - ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন (১৯০৪ খৃঃ) - কার্জনের অন্যান্য শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার - কার্জনের শিক্ষানীতির মূল্যায়ন - অবদান - Re-evaluation of the policy of Lord Curzon.

বিংশ শতাব্দীর সূচনায় শিক্ষিত ভারতবাসীর জীবনে যখন নূতন চিন্তা ও নূতন উৎসাহ দেখা দিল ঠিক সে সময়ে বড় লার্ট হয়ে এলেন লর্ড জর্জ নাথানিয়েল কার্জন(১৮৯৯খৃঃ)। তিনি এক বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ও একজন দক্ষ প্রশাসক ছিলেন; কিন্তু উদ্ধত জবরদস্ত গোঁড়া সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের জন্য তিনি তৎকালীন ভারতীয়গণের নিকট খ্যাতি ও বিশ্বাস অর্জন করতে পারেননি। তাঁর সংস্কারের পেছনে যে মনোবৃত্তি ছিল তা হল, নব জাগ্রত জাতীয়তাবোধকে ধ্বংস করে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করা। সময়ের স্রোতধারাকে অবহেলা করে প্রশাসনিক রথচক্রের সাহায্যে কার্জন শিক্ষা সংস্কারের চেষ্ঠা করেছেন; কিন্তু জাতীয় আন্দোলনে জাতির ভাব মানস তখন নরম পন্থার বদলে চরম পন্থার দিকেই গতি নিয়েছে। ফলে চরমপন্থী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠে। তবে ভারতবর্ষে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে কার্জনের শাসনকাল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

❐ **সিমলা শিক্ষা সম্মেলন, ১৯০১ খৃঃ** -- কার্জনের আমলে এদেশে জাতীয়তাবাদী মনোভাব ভীষণ উগ্ররূপ ধারণ করেছিল। জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় শিক্ষার আন্দোলনও জোরদার হয়ে উঠেছিল। কার্জন সেই জাতীয়তাবাদী চেতনাকে ধ্বংস করার জন্য সুকৌশলে শিক্ষা সংস্কারের কথা ঘোষণা করেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি সিমলায় ভারতের শিক্ষা সমস্যা আলোচনার জন্য এক সম্মেলন আহ্বান করেন। তাঁর সেই শিক্ষা সম্মেলনে কোন ভারতীয় শিক্ষাবিদকে

আহ্বান জানানো হয়নি। এ সম্মেলনে কার্জন সমস্ত প্রদেশের ডিরেকটর এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কয়েকজন শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের আমন্ত্রণ জানালেন। এক পক্ষকাল বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনার পর শিক্ষা সংস্কার সংক্রান্ত ১৫০ টি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। সম্মেলনে ভারতীয় শিক্ষার এক দুর্দশাগ্রস্ত চিত্র বর্ণনা করে বলা হয় যে, এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় উচ্চস্তরের শিক্ষা যতটা গুরুত্ব পেয়েছে, নীচু স্তরের শিক্ষা সে তুলনায় অবহেলিত। বেশিরভাগ গ্রামে কোন বিদ্যালয় নেই। শিক্ষার সর্বস্তরে উন্নতির জন্য তিনি একটি বলিষ্ঠ শিক্ষানীতি প্রয়োগে অগ্রসর হলেন। প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তর পর্যন্ত শিক্ষা- নীতি প্রয়োগে অগ্রসর হলেন। শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী নিয়ন্ত্রণকে শক্তিশালী করে জাতীয় ভাবধারাকে দমন করা তাঁর শিক্ষা সংস্কারের উদ্দেশ্য ছিল।

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গঠন ও তার সুপারিশ, ১৯০২ খৃঃ (Recommendations of the Indian Universities Commission of 1902)

লর্ড কার্জন তাঁর শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কারকে প্রথম স্থান দিয়েছিলেন। এই কাজটি প্রথম করে তিনি সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছিলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ভারতে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তারপর প্রায় পঞ্চাশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এর মাঝে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কোন সংস্কার সাধিত হয়নি। হান্টার কমিশনও বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা সম্বন্ধে কোন উল্লেখযোগ্য সুপারিশ করেননি। সিমলা সম্মেলনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯০২ খৃঃ ২৭ শে জানুয়ারী কার্জন স্যার টমাস র‍্যালের নেতৃত্বে এক শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করেন। এই কমিশনে ভারতীয়গণের পক্ষ হতে সৈয়দ হুসেন বিলগ্রামী ও কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়। এই পরিকল্পনা সম্পর্কে বিবরণী রচনা করা হয়। এই শিক্ষা কমিশন সুপারিশ করেন যে -

ক) নূতন কোন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা না করে পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অধীন এলাকা সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া প্রয়োজন।

খ) সিনেটের সদস্য সংখ্যা ৫০ জনের কম ও ১০০ জনের বেশী হতে পারবে না।

গ) বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হবে সিণ্ডিকেট।

ঘ) বিভিন্ন শিক্ষা বিষয়ের জন্য শিক্ষক প্রতিনিধিদের নিয়ে Board of Studies গঠন করতে হবে।

ঙ) বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন ও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রচলন করতে হবে।

চ) কমিশন কলেজের অনুমোদনের জন্য কতকগুলি নিয়ম বেঁধে দেবার ব্যবস্থা করেন।

কলেজগুলিকে বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকার উভয়েরই অনুমোদন নিতে হবে। অনুমোদনের শর্তগুলিকে কঠিনতর করার পরামর্শ দেওয়া হল।

ছ) শিক্ষার মান বিশেষ করে ইংরাজী শিক্ষার মান উন্নত করার পরামর্শ দেওয়া হল।

জ) প্রবেশিকার মান উন্নত করার কথা হল, যাতে উন্নত মেধাবী ছাত্র ছাড়া আর কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকারের অনুমতি না পায়।

ঝ) কলেজের প্রেরিত ছাত্র ছাড়া আর কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার সুযোগ পাবে না।

ঞ) বিশ্ববিদ্যালয় যাতে ছাত্রকল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখে সেজন্য কমিশন গ্রন্থাগার, পরীক্ষা, হোস্টেল, খেলার মাঠ, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ইত্যাদির সুপারিশ করেছেন।

ট) প্রবেশিকা পরীক্ষার মানোন্নয়ন করে ইন্টারমিডিয়েট স্তরকে সম্পূর্ণ তুলে দিতে হবে এবং তিন বছরের ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তন করতে হবে। বহিরাগত পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে নিয়মকানুন আরও কঠোর করতে হবে।

শিক্ষার মান উন্নয়ন করার কথা বলে কলেজগুলিকে কঠিন নিয়ন্ত্রণের অধীনে রাখার সুপারিশ করা হয়। কমিশনের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে একমত হতে না পারায় স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পৃথক রিপোর্ট পেশ করেন। তিনি সুপারিশগুলিকে নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে শিক্ষা সংকোচনের চেষ্টা বলে বর্ণনা করেন।

কার্জনের শিক্ষানীতি সংক্রান্ত প্রস্তাব, ১৯০৪ খৃঃ
(Govt. Resolution of Educational Policy, 1904)

লর্ড কার্জন তাঁর শিক্ষানীতিগুলি একটি সরকারী প্রস্তাবের আকারে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ১১ মার্চ প্রকাশিত করেন। এটি একটি ঐতিহাসিক শিক্ষা সংক্রান্ত প্রস্তাব। প্রকাশিত শিক্ষানীতি সংক্রান্ত প্রস্তাবটিতে তাঁর শিক্ষানীতি পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এতে প্রথমে শিক্ষাক্ষেত্রের বিভিন্ন পর্যায়ের দোষ ত্রুটির কথা বর্ণিত আছে।

ক) এই শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাবে ভারতবর্ষের শিক্ষার একটি ইতিহাস বিবৃত আছে।

খ) এই প্রস্তাবে তৎকালীন শিক্ষা পরিস্থিতির পর্যালোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে পাঁচটি গ্রামের মধ্যে চারটিতে কোন স্কুল নেই। প্রতি চারজন বালকের মধ্যে তিনজন বিনা শিক্ষায় বড় হয় এবং ৪০ জন বালিকার মধ্যে মাত্র একজন স্কুলে অধ্যয়নের সুযোগ পায়। "Four out of five villages are without a school. Three boys out of four grow up without any education and only one girl out of forty attends any kind of school."

গ) বিগত কুড়ি বছরে শিক্ষাক্ষেত্রে কিছু কিছু প্রগতি লক্ষ্য করা গেলেও সে প্রগতি সমগ্র দেশবাসীকে স্পর্শ করতে পারেনি। উচ্চশিক্ষা লাভের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল যে কোন রকমে সরকারী চাকুরী লাভ।

ঘ) পরীক্ষা ব্যবস্থার উপর অহেতুক গুরুত্ব আরোপ করার ফলে প্রকৃত শিক্ষা অবহেলিত হচ্ছিল।

ঙ) সার্থক শিক্ষাদান পদ্ধতির অভাবের কথা উল্লেখ করা হয়।

চ) ব্যবহারিক শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না।

ছ) ইংরাজী ভাষা শিক্ষার অত্যুগ্র আগ্রহের ফলে জাতীয় ভাষাগুলির প্রতি অবহেলা প্রভৃতি বিষয়েও এই প্রস্তাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

জ) উচ্চস্তরে গবেষণার কাজ অবহেলিত হচ্ছিল। শিক্ষা ছিল পুঁথিগত। এই প্রস্তাবটিতে প্রাথমিক শিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাধারা সম্পর্কে বহু মূল্যবান নির্দেশ লিপিবদ্ধ আছে।

মূল্যবান নির্দেশ – এই প্রস্তাবে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের উডের ডেসপ্যাচের এবং ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের মূলনীতিগুলিকে সমর্থন করা হয়েছে।

১) প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন কর্তৃপক্ষগুলির কার্য ক্ষমতা বৃদ্ধি করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল।

২) এ প্রস্তাবে অভিমত প্রদান করা হয় যে, উপযুক্ত সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধানের মাধ্যমেই শিক্ষাদানের উৎকর্ষ বৃদ্ধি করা সম্ভব। পরিদর্শকদের নির্দেশ দেওয়া হয় যে তাঁরা শুধু শিক্ষার ফলাফলই দেখবেন না, শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কেও উপদেশ দিবেন।

৩) কারিগরী শিক্ষার অবহেলিত ক্ষেত্রটি সম্বন্ধে এই দলিলে সর্বপ্রথম সুনির্দিষ্ট কার্যকর নির্দেশ দেওয়া হয়।

৪) এই প্রস্তাবপত্রে দেশীয় শিল্পের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে ব্যবহারিক শিক্ষা দিবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের সুপারিশ করা হয়।

৫) এই শিক্ষাক্ষেত্রে ভারতীয় প্রয়োজন অনুযায়ী বাণিজ্য শিক্ষার ব্যবস্থা করতে সুপারিশ করা হয়েছিল।

৬) এই শিক্ষাপত্রে কৃষিবিদ্যা শিক্ষার ব্যাপারে আয়োজন করবার সুপারিশ করা হয়েছিল।

৭) শিক্ষক শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও অধিক সংখ্যক শিক্ষক শিক্ষণ বিদ্যালয় সংগঠনের প্রস্তাব এই শিক্ষাপত্রে করা হয়।

৮) এই শিক্ষাপত্রে মেয়েদের জন্য অধিক সংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, শিক্ষিকাদের জন্য শিক্ষণ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও অধিক সংখ্যক পরদর্শিকা নিয়োগের সুপারিশ করা হয়।

realme Shot on realme 9 5G

❐ **ত্রুটি** – ইংরাজীকে মাধ্যমিক শিক্ষার বাহনরূপে স্বীকার ও প্রাচ্য বিদ্যা সম্পর্কে অর্থপুর্ণ নীরবতা এই মূল্যবান শিক্ষা প্রস্তাবের প্রধান ত্রুটি।

❐ **মুল্যায়ন** ঃ একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় লর্ড কার্জনের এই শিক্ষা প্রস্তাবটি তথ্য ও পরামর্শে সুসমৃদ্ধ। এটি ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এতে লর্ড কার্জনের অসাধারণ শিক্ষা সংস্কারের ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়।

❐**মাধ্যমিক শিক্ষা নীতি** – এই প্রস্তাবে লর্ড কার্জন প্রাথমিক শিক্ষার উপর যতটা গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন, মাধ্যমিক শিক্ষার উপর ততটা গুরুত্ব আরোপ করেন নি।

১) মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরেও কার্জন শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের নীতি গ্রহণ করেছিলেন। কার্জন বুঝেছিলেন যে বিদ্যালয় স্তরে নিয়ন্ত্রণ কঠোরতর হলে উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে সমস্যা অনেক কম হবে। সে জন্য প্রস্তাবে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির অনুমোদন দানের নিয়ম কঠিনতম করতে বলা হয়।

২) তিনি নিয়ম করেন যে বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারী অনুমোদন না পেলে কোন বিদ্যালয় স্বীকৃত বিদ্যালয় হিসাবে গণ্য হবে না।

৩) বিদ্যালয়গুলিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কঠিন নিয়ম মেনে চলতে হবে।

৪) কেবলমাত্র স্বীকৃত বিদ্যালয়গুলিই প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য ছাত্র প্রেরণ করতে পারবে।

৫) সরকারি স্বীকৃতি না থাকলে বিদ্যালয়কে সরকারি সাহায্য দেওয়া হবে না।

৬) বিদ্যালয়গুলিতে সরকারী পরিদর্শন চালু থাকবে।

৭) পাঠ্যক্রমে বৈচিত্র্যসৃষ্টির জন্য স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার ব্যবস্থা করে বহুমুখী পাঠ্যক্রমে প্রবর্তন করতে বলা হয়।

❐ **কার্জনের মাধ্যমিক শিক্ষানীতির কয়েকটি ভাল দিকও ছিল, যথা** - ক) মাধ্যমিক স্তরে মাতৃভাষার আবশ্যিক অনুশীলন, খ) সরাসরি ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে শেখার ব্যবস্থা, (গ) বিজ্ঞান শিক্ষা, (ঘ) বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে শিক্ষক শিক্ষণের ব্যবস্থা এবং (ঙ) 'বি কোর্সের' উপর গুরুত্ব দান প্রভৃতি।

❐ **প্রাথমিক শিক্ষানীতি** – লর্ড কার্জন ভারতের প্রাথমিক শিক্ষা সংস্কারে যে নীতি গ্রহণ করেন, তার মধ্যে তাঁর বিচক্ষণতা বলিষ্ঠতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই স্তরে তিনি শিক্ষার সংখ্যাগত সম্প্রসারণ (Quantitative expansion) ও গুণগত মানোন্নয়ন (Qualitative improvement) উভয় প্রকার নীতি গ্রহণ করেন। ভারতে সরকারের পক্ষ থেকে এই প্রথম স্বীকার করা হয় – প্রাথমিক শিক্ষার দ্রুত বিস্তার সাধন রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। "The active extension of primary education is one of the most importatnt duties of the state."

ক) প্রাথমিক শিক্ষায় তিনি প্রচুর অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করলেন।

খ) প্রাদেশিক সরকার ও জেলা বোর্ডকে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য আরো অতিরিক্ত টাকা ব্যয় করতে নির্দেশ দেন।

গ) প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমের পরিবর্তন করা হয়। পাঠ্যক্রম হবে সহজ ও সরল এবং স্থানীয় জীবন পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ । শরীর শিক্ষা, প্রকৃতি পাঠ ও কৃষিশিক্ষা এই পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত হয়।

ঘ) প্রাথমিক শিক্ষকদের যোগ্যতার মান বৃদ্ধি করার জন্য শিক্ষক শিক্ষণের উপর জোর দেওয়া হয়। প্রাথমিক শিক্ষকদের যোগ্যতার মান বৃদ্ধি করার জন্য শিক্ষক শিক্ষণের উপর জোর দেওয়া হয়।

ঙ) প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনে সরকারী নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য তিনি স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ক্ষমতাকে নিয়ে সরকারী বিভাগের নিয়ন্ত্রণ সম্প্রসারিত করেন।

চ) মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। পল্লীর প্রয়োজনের দিকে চেয়ে পল্লী অঞ্চলের শিক্ষা ব্যবস্থার নির্দেশ বাস্তব বুদ্ধির পরিচায়ক। প্রস্তাবে পল্লীর শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়, "The aim of the rural school should be, not to impart definite agricultural training but to give the children preliminary training which will make them intelligent cultivators."

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯০৪ খৃঃ
(Indian University Act, 1904)

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সুপারিশ ও ভারত সরকারের শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাবে ঘোষিত নীতি সমূহের উপর ভিত্তিতে ১৯০৪ খৃঃ লর্ড কার্জন Imperial Legislative council - এ ভারতীয় বিলটি উপস্থাপন করেন। ভারতীয় জনগণের বিরোধিতা সত্বেও ১৯০৪ খৃঃ ২১ শে মার্চ এই বিলটি স্থাপন করা হয় এবং ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন নামে খ্যাত হয়। এই বিলের প্রধান বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়। ("The main principle is .. to raise the standard of education all round and particularly to higher education.") । কার্জন প্রবর্তিত ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত আইন সারা দেশে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। বিশিষ্ট খ্যাতিনামা শিক্ষাবিদ H.C.E. Zacharias এই আইনটি সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, "The Act of 1904 certainly left the Indian University to be an institution meant not for the fostering of love of learning but for the providing of efficient hurdle in a race after jobs"

realme Shot on realme 9 5G

করেছিলেন।

❐ অবদান (Contribution) ঃ ভারতের শিক্ষার উন্নতির জন্য কার্জন যে পরিশ্রম করে গেছেন তা বিশেষ কৃতিত্বের দাবী রাখে। ভারতের শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর আন্তরিক উন্নয়ন প্রচেষ্টা আজ সর্বজন স্বীকৃত। শিক্ষার প্রতিটি বিভাগে তাঁর সমান মনোযোগ ছিল।

- (১) মাধ্যমিক ও কলেজীয় শিক্ষার উন্নতির জন্য পরিদর্শন ব্যবস্থা, অনুমোদন বিধানের কঠোরতা শিক্ষার মান উন্নয়নের সহায়ক হয়েছিল।

- (২) বিভিন্ন শিক্ষার পাঠ্যক্রমের উন্নতি বিধান, মাতৃভাষার স্বীকৃতি দান, বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষার উপর গুরুত্বদান প্রভৃতি ভারতীয় শিক্ষার ভবিষ্যৎ সূচনা করে।

- (৩) বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা, কৃষি শিক্ষা, চিকিৎসা, বিজ্ঞান শিক্ষা সুকুমার শিল্প শিক্ষা, বাণিজ্য শাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষার প্রসারের জন্য ব্যবস্থা করেন।

- (৪) জাতীয় স্মৃতি সৌধ রক্ষায় আইন প্রণয়ন করে তিনি ভারতীয়দের নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ হয়ে আছেন। Sayed Narullah and J.P. Naik লর্ড কার্জনের শিক্ষা সংস্কার সম্পর্কে বলেছেন-- "All Indians are grateful to the wise statesmanship of the great Viceroy who did so much to preserve our ancient monuments and raise our educational standard. By these achievements he still lives and generations of Indians will bless him for this."

- (৫) প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে তাঁর সম্প্রসারণের নীতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থানও তিনি করেছিলেন।

- (৬) বিশ্ববিদ্যালয় আইনে সিনেটের ও সিণ্ডিকেটের পুনর্গঠন প্রশাসনিক দিকে উন্নতির সহায়কই হয়েছিল।

- (৭) কার্জনের সময় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়কে শিক্ষণধর্মী করে তোলার চেষ্টা করা হয়। তিনিই ভারতে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করে যান।

- (৮) শিক্ষার ক্ষেত্রে যে সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে তা কার্জনই প্রথম বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠা করেন।

- (৯) সাধারণ জনগণের শিক্ষার প্রয়োজন কার্জনই প্রথম উপলব্ধি করেন।

- (১০) কার্জন শিক্ষা আধিকারিকদের (Director General of Education) পদ সৃষ্টি করে শিক্ষা ব্যবস্থার একটি সুসংগঠিত রূপ দেবার চেষ্টা করেন।

- (১১) বিশ্ববিদ্যালয় আইনে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে উচ্চ শিক্ষার বাহন হিসাবে পরিণত করার একটি শুভ সংকল্প হয়। যার ফলে উচ্চ শিক্ষিত ভারতবাসীর সংখ্যা দিনে দিনে বৃদ্ধি পেয়েছিল।
- (১২) বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে সমস্ত ভারতীয় উচ্চ শিক্ষা লাভ করতেন তাঁরাই পরবর্তীকালে জাতীয় আন্দোলনের সর্বস্তরে নেতৃত্বে গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁদের কঠোর সংগ্রাম ও নেতৃত্বের ফলে ভারতবাসী স্বাধীনতা লাভ করতে সমর্থ হয়।
- (১৩) কার্জন ভারতের শিক্ষাকে অবদমিত করেছেন, এই বিশেষ ধারনাটি ভারতীয় নেতৃবৃন্দের শিক্ষার প্রসারে মনোযোগ দিতে প্রবুদ্ধ করে, এ থেকেই জাতীয় শিক্ষার আন্দোলন জন্ম লাভ করে।

Re-evaluation of the Policy of Lord Curzon- লর্ড কার্জনের যুগ থেকে আমরা বহু বছর পেরিয়ে এসেছি। বঙ্গভঙ্গের উত্তাপ এখন আর নেই। কিন্তু বঙ্গ-ভঙ্গ উপলক্ষে দেশব্যাপী যে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল, সে পটভূমিকায় লর্ড কার্জনের শিক্ষা সংস্কারকে বিচার করলে মনে যে আশঙ্কা ও সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছিল তার অধিকাংশই অমূলক বলে প্রমাণিত হয়েছে।

এখানে আমরা লর্ড কার্জনের শিক্ষা নীতির নিরপেক্ষ সমালোচনা এবং নতুন মূল্যায়ন করতে পারি। দেখা যাবে যে তাঁর উপর আমরা এদিক দিয়ে অবিচার করেছি। ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে কার্জনের আন্তরিক উন্নয়ন প্রচেষ্টা আজ সর্বজন স্বীকৃতি লাভ করেছে। এ কথা অনস্বীকার্য যে বর্তমান শতাব্দীর প্রচলিত শিক্ষা ধারার সূত্রপাত তাঁর শাসনকালেই ঘটেছে। বিশ্ববিদ্যালয় আইনের গঠনমূলক দিকের সঠিক বিচার করে তাঁর মূল্যায়ন তখন করা হয়নি। সব দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে শিক্ষা সংস্কারক রূপে তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। তিনি ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন ও থাকবেন।

"Now that the ashes of the numerous strifes are cold, all Indians are grateful to the wise statesmanship of the great viceroy who...raise our educational standards. By these achievements he still lives and generations of Indians will bless him for this."